সংবাদ

তারিখ 18 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার খলনায়িকা ছাত্রদল নেত্রীকে ঢা.বি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা

বশীর আহমাদ ঃ শামসুন্নাহার হলের কলঙ্কজনক ঘটনা যাদের ইন্ধনে ঘটেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে তাদেরই একজন ছাত্রদল নেত্রী সান্তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এ নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন চালু হওয়া ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক ও দু'জন প্রভাষক নিয়োগ দেয়া হবে। এ ৩টি পদের জন্য ১শ'১৬ জন প্রার্থী আবেদন করেন। এর মধ্যে ৭৯ জনকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। ৭ ও ৮ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। ৭৯ জনের মধ্য থেকে ২৫ জনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ২৫ জনের মধ্য থেকেই নিয়োগ দেয়া হবে। জানা গেছে, এ ২৫ জনের মধ্যে ২৪ জনেরই এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত প্রত্যেকটিতে প্রথম বিভাগ রয়েছে। কয়েকজন প্রার্থীর ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি রয়েছে। অন্যদিকে সান্তার অনার্সে দ্বিতীয় বিভাগ এবং সে সমাজকল্যাণ বিভাগের ছাত্রী। ২০০২ সালের ২৩শে জুলাই শামসুন্নাহার হলে পুলিশ যে নারকীয় তাণ্ডবলীলা চালায় তার পেছনে এই সান্তার ইন্ধন ছিল বলে ছাত্ররা অভিযোগ করে আসছে।

বিএনপির হাইকমান্ড ও ছাত্রদলের কয়েকজন নেতার চাপে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এটা নিয়ে খোদ বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বিএনপিপন্থী একজন শিক্ষক

চেষ্টা ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

চেষ্টা ঃ নিয়োগ দেয়ার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় কারও কারও জন্য শাপে বর হয়েছে। তারা তো সান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পুরস্কৃত করতেই পারে। তবে সান্তাকে যদি সত্যিই নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে তা বিএনপির জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না। বদনামের পাল্লাই বরং ভারি হবে। সান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এ খবর শুনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। শেষ বর্ষের ছাত্রী রিয়া বলছিলেন, এটা কি করে সম্ভব? যে দুষ্টি-সান্তার কারণে এত বড় দুঃখ ও লজ্জাকর ঘটনা ঘটলো, যার কোন বিচার আজও হলো না, আর এখন যদি সান্তাদের শিক্ষক বানিয়ে পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয় তা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

সান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান সম্পর্কে প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ.ফ.ম ইউসুফ হায়দারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যার মেধা আছে সেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবে। সান্তার মেধা থাকলে সে শিক্ষক হবে। বিএনপি হাইকমান্ডের চাপে সান্তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সে সম্পর্কে প্রো-উপাচার্য বলেন, এ ধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোন কিছুই এখনও চূড়ান্তভাবে ঠিক করা হয়নি।